MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
অনলাইন বুলেটি-৩
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র । জুন ২০২০

মজুরি, ভূমির অধিকারসহ ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের আহ্বান

চা-শ্রমিক দিবসে নিহত চা-শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা

২০ মে ২০২০ চা-শ্রমিক দিবসের ৯৯তম বার্ষিকী উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে নিহত চা-শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান লিপন, অর্থসম্পাদক জুলফিকার আলী ও ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পদিক নাসিরউদ্দীন প্রিন্স পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশন প্রতিবছরের মতো এবছরও সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের বিভিন্ন চা বাগানে অস্থায়ীভাবে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন ও সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল ২০ মে এক বিবৃতিতে বলেন, করোনাভাইরাসের আক্রান্তের দুর্যোগকালেও চা-শ্রমিকরা বাগানে বাগানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে নেতৃবৃন্দ দাবি করেন চা-শ্রমিকদের করোনাভাইরাসের সংক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষা, পরীক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। সকল বাগানে স্বাস্থ্য বিধি বা ডঐঙ প্রটোকল মেনে শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করাতে হবে। শ্রমিকরা আক্রান্ত হলে চিকিৎসার দায়িত্ব বাগানের মালিক এবং সরকারকে নিতে হবে। করোনা আক্রান্ত শ্রমিকদের মৃত্যুতে সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, চা-শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নয়নে ন্যায্য মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশনের সুপারিশ বিবেচনা করে দৈনিক নগদ মজুরি ৪০০ টাকা দিতে হবে। রেশন হিসেবে সপ্তাহে শ্রমিক প্রতি ৫ কেজি এবং নির্ভরশীল প্রতিজনে ৩ কেজি চাল ও প্রতিমাসে ২ কেজি চা পাতা দিতে হবে। নিরিখের অতিরিক্ত কাঁচাপাতার উৎপাদন এবং ছুটির দিনে কাজ করার জন্য দ্বিগুণ হারে মজুরি দিতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, প্রতিটি বাগানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পর্যাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, চা-শ্রমিক সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করতে তাদের জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ও শিক্ষা ভাতার ব্যবস্থা করা, প্রতি বাগানে পর্যাপ্ত চিকিৎসা উপকরণ, ডাক্তার ও ওষুধের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। চাষাবাদের জন্য প্রদত্ত জমির বিপরীতে সরকার নির্ধারিত ভূমিকরের অতিরিক্ত রেশন কাটা যাবে না। স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান (ন্যূনতম ৮'২২ বর্গফুটের ঘর), বিশুদ্ধ পানীয়জল, বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

উল্লেখ্য. ১৮৫৪ সালে ব্রিটিশ নাগরিক হার্ডসনের পরিচালনা এক হাজার ৫০০ একর জায়গার উপর এভূখণ্ডে প্রথম সিলেটের মালিনীছড়া চা বাগানে চা চাষ শুরু হয়। সে সময় চা বাগান তৈরির জন্য ভারতের আসাম, উড়িষ্যা, বিহার, উত্তর প্রদেশসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে শ্রমিকদের এই ভূখণ্ডে নিয়ে আসা হয়। 'গাছ হিলেগা, রুপিয়া মিলেগা' এমন মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে শ্রমিকদের নিয়ে এলেও নিম্ন মজুরি, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও নির্যাতনের ফলে সেই ভুল বুঝতে বেশি সময় লাগেনি তাদের।

পাহাড়, জঙ্গল পরিষ্কার করে চা বাগান করতে গিয়ে হিংস্র পশুর কবলে পড়ে কতো শ্রমিকের জীবন অকালে ঝরে গেছে তার কোনো হিসেব নেই। এছাড়া ব্রিটিশদের অত্যাচার তো ছিলোই। তাদের ওপর অব্যাহত নির্যাতনের প্রতিবাদে তৎকালীন চা-শ্রমিক নেতা পণ্ডিত গঙ্গাচরণ দীক্ষিত এবং পণ্ডিত দেওসরণ 'মুল্লুকে চল' (মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার) আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯২১ সালের ২০ মে প্রায় ৩০ হাজার চা-শ্রমিক সিলেট থেকে রেল লাইন ধরে পায়ে হেটে চাঁদপুরে মেঘনা স্টিমার ঘাটে পৌঁছান।

তারা জাহাজে চড়ে নিজ দেশে ফিরে যেতে চাইলে ব্রিটিশ গোর্খা বাহিনীর সৈনিকরা নির্বিচারে গুলি চালিয়ে চা-শ্রমিকদের হত্যা করে মেঘনা নদীতে লাশ ভাসিয়ে দেয়। যারা চাঁদপুর থেকে পালিয়ে আবার বাগানে ফিরে এসেছিলেন তাদেরকেও আন্দোলন করার অপরাধে পাশবিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। তাদের জীবনযাত্রার কোন উন্নতি হয়নি, তাদের কোন দাবিও মালিকরা মেনে নেয়নি। পরবর্তীতে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ ছেড়ে গেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু আজও সে শ্রমিকদের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার ন্যূনতম ন্যায্য মজুরি, মানসম্পন্ন জীবনের অধিকার, ভূমির অধিকারসহ ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নেয়া হয়নি। অনেক সরকারের পালাবদল হয়েছে কিন্তু শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোন সরকার কার্যকর ভূমিকা পালন করেনি। তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য চা-শ্রমিকরা লড়ছে। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট এবং বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশন, চা-শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের স্মারক দিবস হিসেবে প্রতি বছর ২০ মে চা শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। তাদের ন্যায্য দাবির প্রতি জনমত গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, উকিল, ডাক্তার, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, সাংস্কৃতিককর্মী, মানবাধিকারকর্মীসহ সমাজের নানা পেশার মানুষের সাথে মতবিনিময় করেছে।

রেমা চা বাগান খুলে দেয়া, শ্রমিকদের নামে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও বকেয়া বেতন-বোনাসের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত

১। রেমা চা বাগানের শ্রমিক নেতাদের নামে দায়ের করা সকল মিথ্যা মামলা ও অভিযোগ প্রত্যাহার করতে হবে। ৬ মার্চ '২০ তারিখ থেকে রেমা চা বাগান বেআইনিভাবে বন্ধ করার সকল দায়-দায়িত্ব রেমা টি কোম্পানি লি. কর্তৃপক্ষকেই বহন করতে হবে; বেআইনি লক ডাউনের দায় কর্তৃপক্ষকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। বাগান বন্ধকালীন সময়ের পূর্ণ বেতন শ্রমিকদের দিতে হবে।২০১৭-১৮ সালের মজুরি ও অপরিশোধিত সকল বকেয়া সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে হবে। বাগান ব্যবস্থাপক দিলিপ সরকার ও সিকিউরিটি ইনচার্জ আব্দুল জলিলকে অপসারণ করতে হবে।

২। প্রত্যেক স্থায়ী শমিককে ৩ জন পোষ্যসহ পূর্ণাঙ্গ রেশন দিতে হবে। অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ী শ্রমিকের সমান মজুরি দিতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের চুক্তি মোতাবেক ভাতা, রেশন ও চিকিৎসা সুবিধা দিতে হবে।

৩। শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য একটি পূর্ণঙ্গ হাসপাতাল নির্মাণ, সার্বক্ষণিক এম.বি.বি.এস ডাক্তার নিয়োগ, প্রশিক্ষিত ধাত্রী নিয়োগ, অ্যাম্বুলেন্স ও পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ করতে হবে। শ্রমিকদের অধিকতর উন্নত চিকিৎসার জন্য ব্যয়ভার বাগান কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে। কর্মস্থলে দুর্ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৪। চা বাগানের প্রচলিত নিয়ম ও শ্রম আইন অনুযায়ী অবসরপ্রাপ্ত সকল শ্রমিকের পোষ্যগণকে এবং দীর্ঘদিন ধরে বাগানে কর্মরত অস্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কর্মরত শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ করতে হবে। বাগানে নিরাপত্তা রক্ষী হিসেবে বাগানের বেকার যুবকদের নিয়োগ দিতে হবে। বহিরাগত নিরাপত্তা কর্মীদের অপসারণ করতে হবে।

৫। আইন অনুযায়ী সকল শ্রমিকের নতুন ঘর নির্মাণ, শ্রমিকরা নিজেরা ঘর নির্মাণ করলে নির্মাণ ব্যয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে। চুক্তি মোতাবেক সকল চা-শ্রমিকদের বিত্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। আসন্ন বর্ষা মৌসুমের পূর্বে জরুরি ভিত্তিতে সকল শ্রমিকের ঘর মেরামত করতে হবে। সকল শ্রমিকের গৃহ স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ও বিশুদ্ধ খাবার পানির সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের বসতভিটার আঙ্গিনায় লাগানো ফলজ ও বনজ গাছপালার মালিকানা দিতে হবে। গবাদিপশু পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা যাবে না।

৬। অবিলম্বে অবসরপ্রাপ্ত সকল শ্রমিকের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পরিশোধ করতে হবে। শ্রম আইন অনুযায়ী সকল শ্রমিকের গ্রাচ্যুইটি ও গ্রুপ বিমা চালু করতে হবে।

৭। চা-শ্রমিক সন্তানদের জন্য খেলার মাঠ, খেলাধুলার উপকরণ ও সুস্থ বিনোদনের আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে।

৮। বাগানে কর্মরত ড্রেসার, ইলেকট্রিসিয়ান, লেদ অপারেটর ও সরদারদের মাসিক বেতনভুক্ত করতে হবে ও চুক্তি অনুযায়ী বর্ধিত স্কেল অনুসারে বেতন দিতে হবে।

৯। বাগান বন্ধকালীন সময়ে অনাহার ও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করা শ্রমিকদের মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।